বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর
(খসড়া)

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১.	বিসিসি পরিচিতি	১
২	রূপকল্প (Vision) ও অভিলক্ষ্য (Mission)	১
৩	কার্যাবলি	১-২
৪	বিসিসি'র প্রশাসনিক কাঠামো	২
৫	বিসিসি'র জনবল	২
৬	২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন)	২
৭	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৭-২০১৮	২
৮.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ২০১৭-২০১৮ সালের কর্মপরিকল্পনা	২
৯.	প্রকল্প/কর্মসূচি সংক্রান্ত তথ্য	২-৩
১০.	গুরুত্বপূর্ণ চলমান প্রকল্প/কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ	৩
	১০.১. Establishment of IV Tier National Data Center শীর্ষক প্রকল্প	৩-৪
	১০.২.Leveraging Information and Communications Technologies (ICT) for Growth, Employment and Governance Project শীর্ষক প্রকল্প;	৪-৫
	১০.৩. ন্যাশনাল আইসিটি ইনফ্রা নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ফেজ ৩ (ইনফোসরকার) প্রকল্প;	৫-৬
	১০.৪. ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্লান প্রণয়ন (Formation of the e-Government Master Plan for Digital Bangladesh) শীর্ষক প্রকল্প	৬-৭
	১০.৫. বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ERP শীর্ষক প্রকল্প	৭-৮
	১০.৬. উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প (Innovation Design and Entrepreneurship Academy-iDEA)	৮-৯
	১০.৭. গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে এ তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ শীর্ষক প্রকল্প:	৯-১০
	১০.৮. সফ্টওয়্যার কোয়ালিটি পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্প	১০
	১০.৯. "ডিজিটাল আইল্যান্ড মহেশখালী" শীর্ষক প্রকল্প	১১-১২
	১০.১০ "তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নিউরো ডেভোলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারসহ সব ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন" শীর্ষক প্রকল্প	১২
	১০.১১.ডিজিটাল সিলেট সিটি শীর্ষক প্রকল্প	১২-১৩
১১	মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ	
	১১.১. নিয়মিত প্রশিক্ষণ	১৩
	১১.২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রশিক্ষণ	১৩
	১১.৩. Leveraging ICT	১৩
	১১.৪. Bangladesh IT-engineers Examination Center (BD-ITEC)	১৩
	১১.৫. ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ আয়োজন:	১৪
১২.	পরামর্শ সেবা	১৪
১৩.	২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন ও উন্নয়ন কার্যক্রম	১৪
১৪.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ	১৪-১৬
১৫.	পরিকল্পনাধীন উন্নয়ন প্রকল্প	১৭
১৬.	ই-ফাইলিং বাস্তবায়ন	১৭
১৭.	২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে আয়োজিত বিভিন্ন ইভেন্ট ও প্রতিযোগিতা	১৭-২০
	ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৭	১৭-১৮
	চাকুরি মেলার আয়োজন	১৮
	তরুণ-তরুণীদের জন্য মার্কেটিং ও আউটরিচ কর্মসূচী	১৮
	জাপান আইটি উইক ২০১৮	১৮
	বিসিসি'র কর্তৃক সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন	১৮
	যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় আইটি প্রতিযোগিতা ২০১৮	১৮-১৯
	উইমেন আইসিটি ফ্রন্টিয়ার ইনিশিয়েটিভের (ওয়াইফাই) বাংলাদেশ পর্বের উদ্বোধন	১৯
	"New Technologies and Information Security" বিষয়ক সেমিনার	১৯-২০
	'ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ই-গভর্নমেন্ট মাষ্টারপ্ল্যান' শীর্ষক দিনব্যাপী সেমিনারআয়োজন	২০
১৮.	পুরস্কার/সম্মনা এবং অন্যান্য প্রাসংগিক তথ্যাদি	২০-২২

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-১৮

১.পরিচিতি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাধ্যমে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) বাংলাদেশ সরকার প্রতিশ্রুত রূপকল্প ২০২১: ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী অন্যতম প্রতিষ্ঠান। বর্তমান সরকার দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে চালিকা শক্তি হিসেবে গণ্য করে রূপকল্পঃ ২০২১ এর লক্ষ্য মাত্রা অর্জনে তথা দেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে উন্নীত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। যুব সমাজের আইসিটি বিষয়ক সক্ষমতা বৃদ্ধি, আইসিটি'র অবকাঠামোর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, তথ্য আহরণে দেশের তথ্য ক্ষেত্রে অবাধে প্রবেশের অধিকার নিশ্চিতকরণ, ই-সার্ভিস প্রদানের মাধ্যমে দেশব্যাপী ই-সরকার প্রতিষ্ঠা, সুশাসন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাকরণ এবং আইন সঙ্গত ও ন্যায় সঙ্গত রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থায় সকলের সুষম অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। বাংলাদেশে কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দেশকে অগ্রগামী করে তুলতে ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। বিসিসি সরকারি পর্যায়ে আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন, ই-গভর্নেন্স, আইসিটি সক্ষমতা উন্নয়ন, আইসিটি শিল্প উন্নয়ন, আইসিটিতে বাংলা ভাষার উন্নয়নমূলক, ডিজিটাল বাংলাদেশ ব্রান্ডিং এবং সর্বোপরি দেশে উদ্ভাবনী ও স্টার্টআপ সংস্কৃতির উন্নয়নে কাজ করছে। প্রথমে ভিন্ন নামে প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠানটি নিম্নলিখিত ধাপে বিসিসি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ঃ

জাতীয় কম্পিউটার কমিটি: ১৯৮৩
জাতীয় কম্পিউটার বোর্ড: ১৯৮৮
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল অধ্যাদেশ: ১৯৮৯
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল আইন: ১৯৯০

জাতীয় সংসদের ১৯৯০ সালের ৯নং আইন বলে জাতীয় কম্পিউটার বোর্ড-কে রূপান্তরিত করে ''বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল" নামে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয় যা রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের অধীন পরিচালিত হতে থাকে। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলকে তৎকালীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় (পরবর্তীকালে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়)-এর অধীন ন্যস্ত করা হয়। বিগত ডিসেম্বর ২০১১ হতে বিসিসি নবসৃষ্ট তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত।

২. রূপকল্প (Vision) ও অভিলক্ষ্য (Mission)

রূপকল্প (Vision): তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান।

অভিলক্ষ্য (Mission): স্বচ্ছতা. নিরপত্তা এবং দক্ষতার সাথে সরকারি সেবা উন্নয়ন ও প্রদানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের ডিজিটাইজেশন এবং আইটি শিল্পের রপ্তানি ও কর্মসংস্থানে জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

কৌশলগত উদ্দ্যেশ্যসমূহঃ

- ডিজিটাল অবকাঠামো স্থাপন/উন্নয়ন;
- ই-গভর্ণমেন্ট বাস্তবায়ন
- তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক শিল্পের প্রসারে দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন;
- গবেষণা ও উন্নয়ন;
- তথ্য প্রযুক্তি পেশাজীবীদের Skill Standard নির্ধারণ;

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দ্যেশ্যসমূহঃ

- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ;
- কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন;
- আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ;

৩. কার্যাবলি

(১) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার জাতীয় আধার হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং এ ক্ষেত্রে সরকারি, বেসরকারি সেবা ও শিল্প খাতকে জ্ঞান ভিত্তিক পরামর্শ এবং কারিগরি সেবা প্রদান;

(২) ন্যাশানাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার ও ইন্টার-অপারেবিলিটি ফ্রেমওয়ার্ক নির্মাণ ও তা কার্যকর করা এবং তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত মান ও স্পেসিফকেশনস নির্ধারণ করা;

(৩) সফটওয়্যার টেস্টিং এবং সার্টিফিকেশন;

(৪) জাতীয় ডেটাসেন্টার, পাবলিক সি এ, নেটওয়ার্ক অপারেশান সেন্টার, সিকিউরিটি অপারেশান সেন্টার পরিচালনা এবং ডেটাসেন্টার হতে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সাইবার সিকিউরিটি নিশ্চিত করা এবং ইনফরমেশন ও ডেটা সিকিউরিটি ইনট্রুশান চিহ্নিত করতে National Computer Incident Response Team (CIRT) এবং ডিজিটাল ফরেনসিক কার্যক্রম পরিচালনা;

(৫) জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারিক কাঠামোর উন্নয়ন করা এবং তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পেশাগত মান উন্নয়ন করা, আইটি স্কীল স্ট্যান্ডার্ড তৈরি এবং আইটি/আইটিইএস শিল্প বিকাশে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ এবং এতদসংক্রান্ত নীতি ও কৌশল প্রণয়নে এ্যাসোসিয়েশনসমূহ ও সরকারকে সহায়তা প্রদান করা;

(৬) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষা ও দক্ষতার বিশ্বমান নিশ্চিত করা, নব্য স্নাতকদের নিয়োগ যোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্কিল গ্যাপ পূরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা এবং তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার মোকাবেলা করার জন্য বাংলাদেশী নাগরিকগণকে উপযোগী করে গড়ে তোলা;

(৭) তথ্য প্রযুক্তিতে বিশ্বমানের মানব-সম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় আইসিটি একাডেমি স্থাপন ও পরিচালনা;

(৮) তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে জাতীয় কৌশল ও নীতি নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নে সরকারকে সহায়তা করা;

(৯) সরকার এবং বিভিন্ন সংস্থায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিত করা, তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকার এবং অন্যান্য সংস্থার সহিত সহযোগিতা করা এবং পরামর্শ প্রদান করা;

(১০) তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি ও বেসরকারি এবং দেশীয় ও বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সহিত
যোগাযোগ স্থাপন ও সহযোগিতা করা;

(১১) কাউন্সিলের কার্যাবলী সম্পাদনের প্রয়োজনে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে দেশী ও বিদেশী যে কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা;

(১২) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত কোন বিশেষ কর্তব্য পালনের জন্য সরকার কর্তৃক আদিষ্ট হলে তা পালন করা;

(১৩) সরকারের সকল সেক্টরের ডিজিটাইজেশান এর ব্যবস্থা করা এবং পাবলিক সার্ভিস ডেলিভারির জন্য উচ্চগতি সম্পন্ন নেটওয়ার্ক নির্মাণ ও পরিচালনা, উক্ত নেটওয়ার্কে নিরাপদ তথ্য প্রবাহ ও সাইবার সিকিউরিটি নিশ্চিত করা;

(১৪) সরকারের সকল অফিসে আইসিটি অডিট ব্যবস্থা প্রবর্তনে সহায়তা করা;

(১৫) উর্পযুক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৪. বিসিসি'র প্রশাসনিক কাঠামো:

পরিচালনা পরিষদ

(ক) চেয়ারম্যান

(খ) ভাইস-চেয়ারম্যান

(গ) সদস্য-সচিব

(ঘ) ন্যূনতম আট এবং অনাধিক দশ জন অন্যান্য সদস্য।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এবং তথ্য ও যোগযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব পদাধিকারবলে কাউন্সিলের ভাইস-চেয়ারম্যান। বিসিসি'র নিবার্হী পরিচালক পদাধিকারবলে কাউন্সিলের সদস্য-সচিব এবং সরকার কর্তৃক মনোনিত ১০ জন কাউন্সিল সদস্য সমন্বয়ে বিসিসি'র কাউন্সিল পরিচালনা হচ্ছে।

৫. জনবল (অনুমোদিত ও কর্মরত)

বিসিসি'র বর্তমানে অনুমোদিত পদের সংখ্যা ১০১ (একশ এক) টি এবং নতুন সৃজনকৃত পদের সংখ্যা ১৬৪ (একশ চৌষট্টি) টি সহ মোট পদ সংখ্যা ২৬৫ (দুইশ পয়ষট্টি) টি । বর্তমানে বিসিসি'তে কর্মরত পদের সংখ্যা ৮৫ (পঁচাশি) টি । প্রস্তাবিত নতুন জনবল কাঠামোতে রাজস্বখাতে অস্থায়ী ভাবে ১৬৪ (একশ চৌষট্টি) টি পদের অনুমোদন পাওয়া গেছে, যার নিয়োগ বিধি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন ।

৬. ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন)

বিবরণ	২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ব্যয় (কোটি টাকায়)
অনুন্নয়ন	১০৭.১৪২	৪৮.৪৭৬৬
উন্নয়ন	২৮৮০.৩৪	২৬৫৬.২২৮৯

৭. **বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৭-২০১৮:** বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৭-২০১৮ সম্পাদন করা হয়েছে। চুক্তি মোতাবেক ত্রৈ-মাসিক প্রতিবেদন নিয়মিত পাঠানো হয়েছে । বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সূচক অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

৮. **জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ২০১৭-২০১৮ সালের কর্মপরিকল্পনা:** বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল সদর দপ্তরে বিসিসি'র ২২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে গত ২৫/০৯/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

৯. **প্রকল্প/কর্মসূচি সংক্রান্ত তথ্যঃ** বিসিসিতে বর্তমানে নিম্নলিখিত ১২ (বার) টি প্রকল্পসমূহ চলমান রয়েছে ।

১. Establishment of IV Tier National Data Center শীর্ষক প্রকল্প;
২. Leveraging Information and Communications Technologies (ICT) for Growth, Employment and Governance Project শীর্ষক প্রকল্প;
৩. ন্যাশনাল আইসিটি ইনফ্রা নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ফেজ ৩ (ইনফোসরকার) প্রকল্প;
৪. ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্লান প্রণয়ন (Formation of the e-Government Master Plan for Digital Bangladesh) শীর্ষক প্রকল্প;

৫. বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ERP শীর্ষক প্রকল্প;
৬. উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প (Innovation Design and Entrepreneurship Academy-iDEA);
৭. গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে এ তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ শীর্ষক প্রকল্প;
৮. সফ্টওয়্যার কোয়ালিটি পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্প;
৯. "ডিজিটাল আইল্যান্ড মহেশখালী" শীর্ষক প্রকল্প;
১০. "তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নিউরো ডেভোলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারসহ সব ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন" শীর্ষক প্রকল্প;
১১. ডিজিটাল সিলেট সিটি শীর্ষক প্রকল্প;
১২. বাংলাদেশ সরকারের জন্য নিরাপদ ই-মেইল ও ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প;

১০. **গুরুত্বপূর্ণ চলমান প্রকল্প/কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** বিসিসির বর্তমানে চলমান গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলো।

১০.১. Establishment of IV Tier National Data Center শীর্ষক প্রকল্প:

প্রকল্পের মেয়াদঃ জুলাই ২০১৫ - জুন ২০২০।
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:

বিবরণ	পরিমান
বাংলাদেশ সরকার	৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (৪০০১৯.৭০ লক্ষ টাকা)
বৈদেশিক সাহায্য (চায়না এক্সিম ব্যাংক)	১৫৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (১১৯৯৩৬ লক্ষ টাকা)
মোট	২০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (১৫৯৯৫৫.৬৭ লক্ষ টাকা)

লক্ষ্য / উদ্দেশ্যঃ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারি-বেসরকারি খাতে তথ্য সংরক্ষণের জন্য বড় পরিসরে ডেটা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এর পাশাপাশি ডেটা সমূহের নিরাপত্তা একটি বড় ধরণের চ্যালেঞ্জ যা ভবিষ্যতে আরও প্রকট আকার ধারণ করতে পারে। তাই তথ্যের সুরক্ষার জন্য বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, কালিয়াকৈর, গাজীপুরে একটি "ফোর টিয়ার জাতীয় ডেটা সেন্টার স্থাপন" করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে দেশে একটি সমন্বিত ও উন্নত তথ্য সমৃদ্ধ বিশ্বমানের ডেটা সেন্টার গড়ে তোলা হবে যার ডাউন টাইম হবে শূন্যের কোটায়। ফোর টিয়ার জাতীয় ডেটা সেন্টার স্থাপন এর প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারের বিভিন্ন সংস্থার ডিজিটাল কন্টেন্ট সংরক্ষণের ক্ষমতা বৃদ্ধি ; ডিজিটাল কন্টেন্ট সমূহের সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ; বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার মধ্যে পারস্পরিক তথ্য আদান প্রদানের মাধ্যমে জনসেবা প্রদানের কাঠামো তৈরিকরণ; বিভিন্ন ই-সেবা প্রদান ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়তা প্রদান।

ছবি-১: বঙ্গবন্ধু-হাই-টেক সিটি, কালিয়াকৈর, গাজীপুরে নির্মাণাধীন ফোর টায়ার জাতীয় ডাটা সেন্টারের নকশা।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ ফোর টিয়ার জাতীয় ডেটা সেন্টার স্থাপনের লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন তথা বিল্ডিং ডিজাইন এবং নির্মাণ, যন্ত্রপাতি আমদানি এবং কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ সহ প্রভৃতি কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। যন্ত্রপাতি ইনসটলেশন এর কাজ চলমান রয়েছে।

- অবকাঠামো উন্নয়নঃ ডেটা সেন্টারের জন্য আন্তর্জাতিক মানের দ্বিতল ভবন তৈরি হচ্ছে। ভবন নির্মাণের যাবতীয় ডিজাইন বুয়েট কর্তৃক ভেটিং সম্পন্ন করা হয়েছে। মূল বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ শতভাগ শেষ হয়েছে। ইনটেরিওর ও এক্সটেরিওর এর কাজ চলমান রয়েছে।

- যন্ত্রপাতি আমদানিঃ ডিজাইন অনুযায়ী ডেটা সেন্টারের জন্য প্রয়োজনীয় ইলেক্ট্রিক্যাল ও আইটি ইকুইপমেন্টের স্পেসিফিকেশন চূড়ান্ত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১০০% যন্ত্রপাতি দেশে আমদানি করা হয়েছে, যার ইমপ্লিমেনটেশন ও ইনস্টলেশন এর কাজ চলমান রয়েছে।
- প্রশিক্ষণঃ কর্মকর্তাদের জন্য দেশে এবং বিদেশে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। দেশীয় কর্ম-কালীন প্রশিক্ষণ ইন্সটলেশন ও বাস্তবায়নের সময় হাতে-নাতে দেয়া হবে।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ৭৮% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৫%। উল্লেখ্য যে, যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক আপটাইম ইন্সটিটিউট থেকে টিয়ার ফোর গোল্ড ফল্ট টলারেন্ট সার্টিফিকেশন অর্জনের মাধ্যমে এই প্রকল্পের সফল সমাপ্তি হবে। আপটাইম ইন্সটিটিউট তিনটি ধাপে যথা- Design Documents, Constructed Facility এবং Operational Sustainability এর উপর IV Tier সার্টিফিকেট প্রদান করে।

১০.২. Leveraging Information and Communications Technologies (ICT) for Growth, Employment and Governance Project

বাস্তবায়নকালঃ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ হতে জুন ২০১৯

প্রাক্কলিত ব্যয়:

বিবরণ	পরিমান
বাংলাদেশ সরকার	১৫,৬০.০০ (লক্ষ টাকা)
বৈদেশিক সাহায্য (বিশ্বব্যাংক ঋণ)	৭৩৮,৬১.০০ (লক্ষ টাকা)
মোট	৭৫৪,২১.০০ (লক্ষ টাকা)

- **শুরু হতে এ পর্যন্ত:** ৪৩৩.২৭ কোটি অর্থাৎ ৫৭.৪৫% এবং বাস্তব অগ্রগতিঃ ৮১%।
- **২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে:** ১৫৭.৫৯ কোটি অর্থাৎ ৯৯.৫০% এবং বাস্তব অগ্রগতিঃ ১০০%।

দেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের জন্য দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিল্পের বিকাশ, এবং ই-গভর্মেন্ট কার্যক্রমের সক্ষমতা তৈরির লক্ষ্যে "Leveraging ICT for Growth, Employment and Governance" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় বিশ্বমানের প্রশিক্ষণে ৩১,৯৩০ (একত্রিশ হাজার নয়শ ত্রিশ) আইটি প্রশিক্ষিত দক্ষ মানুষ তৈরি করা হচ্ছে। যুক্তরাজ্যভিত্তিক আর্নস্ট অ্যান্ড ইয়ংয়ের মাধ্যমে ৬৪ (চৌষট্টি) জেলার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর তরুণ-তরুণীদের ৩১,৯৩০ (একত্রিশ হাজার নয়শ ত্রিশ) জনের প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মনিটরিং করার জন্য একটি মনিটরিং অ্যাপ ও তাদের ডেটা বেইজ সংরক্ষণ ও অনলাইনে কর্মসংস্থানের জন্য একটি বিডি স্কিলস নামে একটি ওয়েবপোর্টাল তৈরি করা হয়েছে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি: ই-গভর্ণমেন্ট বাস্তবায়নের জন্য অবকাঠামো স্থাপন

ক) ডেটা সেন্টার সম্প্রসারণ: জাতীয় তথ্য সম্ভারকে তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক করার জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে সরকারি ভাবে স্থাপিত জাতীয় ডেটা সেন্টার (Tier-3) কে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে ডেটা সেন্টারের আরও প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণের (১০,০০০ বর্গফুট আয়তন, ১৫০টি র‍্যাক স্থাপন, ৩ মেঘা ওয়াট বিদ্যুৎ শক্তি সংযুক্তকরণ) লক্ষ্যে ডেকোরেশন কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং জেনারেটর স্থাপন কাজ চলছে। দুটি AMC (Servers, Storage, Software's, E-mail Gateway & Infrastructures) শীর্ষক সেবার মাধ্যমে নিরবিচ্ছিন্ন ডেটা সেন্টার সেবা প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

খ) বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (BNDA): ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম এর customization সম্পন্ন হয়েছে। এ সিস্টেমের মাধ্যমে প্রভৃতির আবেদন প্রক্রিয়াকরণ সহ অনলাইন পরীক্ষা ব্যবস্থাপনার সুযোগ করা হয়েছে। TotthoApa প্রকল্পের প্রায় ১৫০০ লোক নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়াকরণ, সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুতকরণ এবং নিয়োগ পরীক্ষার প্রবেশপত্র পাঠানোসহ নিয়োগ সংক্রান্ত সকল কাজ সম্পন্ন হচ্ছে। BOESL (Bangladesh Overseas Employment Services Ltd) এর জন্য android অ্যাপ প্রস্তুতকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অ্যাপটি ১২টি দেশ থেকে ৪৫০০+ বার ডাউনলোড করা হয়েছে। অ্যাপটির iPhone সংস্করণ চালু করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। BCC CA এর পোর্টাল প্রস্তুতকরণের কাজ চলছে। খাদ্যশস্য সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম এবং কৃষকের অ্যাপ-এর UI ও DB design এবং সফটওয়্যার প্রস্তুতকরণ সম্পন্ন হয়েছে। পাইলট হিসেবে কার্যক্রমটি শুরুর লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের (কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও সরাসরি কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ই-পেনশন সার্ভিস এর UI ও DB design এবং সফটওয়্যার প্রস্তুতকরণ সম্পন্ন হয়েছে। এ জন্য সার্ভিস বই ডিজিটাইজেশনের কাজ চলছে। ডিজিটাল সার্ভিস বই একটি স্বতন্ত্র সেবা হিসেবে প্রস্তুতকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। NEA খসড়া আইন ও পলিসি প্রস্তুত করা হয়েছে। খসড়া আইনের উপর ১১-১২ টি মন্ত্রণালয় থেকে মতামত পাওয়া গিয়েছে। আইনটি মূল্যায়ন ও চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে গত ডিসেম্বর ১৮, ২০১৭ তারিখে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার মতামত ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইনটি পরিমার্জনের কাজ চলমান রয়েছে। আইসিটি বিভাগ ও এর আওতাধীন সংস্থার জন্য Project Tracking System সফটওয়্যার প্রস্তুতের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও কর্ম পরিকল্পনা সফটওয়্যারটিতে অন্তর্ভুক্তির কাজ সমাপ্ত হয়েছে। BOESL এর জন্য HR application প্রস্তুতকরণের কাজ শুরু হয়েছে। Requirement analysis এবং system design এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মিলারদের (চালকল

মালিক) কাছ থেকে চাল সংগ্রহের প্রক্রিয়া সংক্রান্ত সফটওয়্যার প্রস্তুতকরণ সম্পন্ন হয়েছে। GeoDASH প্লাটফর্মটি NDA সার্ভিস বাসে সংযুক্ত করার প্রক্রিয়া চলছে।

গ) ডেভেলপমেন্ট অব ইনফরমেশন সিকিউরিটি পলিসিস, স্টান্ডার্ডস এবং ন্যাশনাল কম্পিউটার ইনসিডেন্ট রেসপন্স টীম (BGD e-GOV CIRT): সরকারি ওয়েবসাইট সমূহ ও জাতীয় ডেটা সেন্টারের সাইবার নিরাপত্তা প্রদান এবং সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণসহ সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অরগানাইজেশন অব ইসলামিক কো-অপারেশন (ওআইসি)- কম্পিউটার ইনসিডেন্ট রেসপন্স টিমের cyber drill- এ সাফল্য অর্জন। CIRT কর্তৃক অর্থ বছর ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সর্বমোট **৬৪৮** টি সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক ইন্সিডেন্ট রেজিষ্টার ও **৫২৫** টি সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক পরামর্শ, সতর্ক বার্তা এবং সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। CIRT কর্তৃক চলতি ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সর্বমোট **৮০** টি সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট এবং অ্যাপ্লিকেশান সমূহের VA & PT টেস্ট করা হয়েছে। CIRT কর্তৃক এ পর্যন্ত সর্বমোট ১৬৪ টি সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট এবং অ্যাপ্লিকেশান সমূহের VA & PT টেস্ট করে প্রাপ্ত ফলাফল ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়েছে। CIRT পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। CIRT পরীক্ষাগার এর ব্যবহারিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। Cyber Sensors এর ডিজাইন ডকুমেন্ট অনুমোদিত হয়েছে। CSMM and CSNM integrity টেস্ট করা হয়েছে, প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার বাংলাদেশ এ প্রেরণ করা হয়েছে। সাইবার জিম স্থাপনের কাজ চলমান আছে।

ছবি: অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ কর্তৃক সাইবার সিকিউরিটি বিষয়ক পরিপক্বতা মূল্যায়ন।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি: তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক শিল্পের প্রসার

আইটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাদের আউটরিচ কর্মসূচি (দেশী ও বিদেশী কোম্পানিসমূহের মধ্যে B2B Matchmaking Program) : প্রারম্ভিক প্রতিবেদন ও Sector Invest Attraction Strategy প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রথম সারির আইটি কোম্পানি এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি অফিসগুলোর সাথে ৮৩টি সভা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। নিউইয়র্ক, ব্যাঙ্গালোর, কলকাতা, হায়দ্রাবাদ, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে ৩৫ টি উচ্চপর্যায়ের মিটিং হয়েছে। একটি এনালিস্ট রিপোর্ট (শ্বেতপত্র) তৈরি ও প্রকাশ করা হয়েছে। Matchmaking অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করার Lead Tracking Tool প্রস্তত করা হয়েছে। দেশীয় কোম্পানিগুলোর ব্যবসা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩টি দেশীয় কোম্পানিকে নিয়ে কলকাতায় উপযুক্ত ভারতীয় কোম্পানির সাথে সভার আয়োজন করা হয়েছে। বাংলাদেশে আইটি খাতে বিনিয়োগ আহ্বান করে কলকাতায় একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত কর্মশালায় ২৫টির অধিক ভারতীয় কোম্পানি অংশগ্রহণ করেছে। প্রথম সারির ১০টি কোম্পানিকে নিয়ে বিসিজি একটি সভার আয়োজন করেছে যাতে দক্ষ জনশক্তি তৈরির জন্য করণীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ সভায় উক্ত বিষয়ে একজন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ মতবিনিময় এবং অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন।

১০.৩. ন্যাশনাল আইসিটি ইনফ্রা নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ফেজ-৩ (ইনফোসরকার) প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ=জানুয়ারি ২০১৭ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত।

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:

বিবরণ	পরিমান
বৈদেশিক সাহায্য	১২২৭৪১.৪৯ (লক্ষ টাকায়)
বাংলাদেশ সরকার	৮১২০৬.৭৬ (লক্ষ টাকায়)
মোট	২০৩৯৪৮.২৫ (লক্ষ টাকায়)

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

রূপকল্প ২০২১:ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে জনগনের সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) কর্তৃক জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন (ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্প) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের মেয়াদ ০১ জানুয়ারি ২০১৭ হতে ৩০ জুন ২০১৯। দেশের প্রান্তিক গ্রামীণ জনপদে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা সরবরাহের লক্ষ্য নিয়ে এ প্রকল্পে ২৬০০ ইউনিয়নকে কানেক্টিভিটি প্রদান করা হবে। ফলে তৃণমূল পর্যায়ে ই-সেবার পরিধি বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ে ১০০০ অফিস দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবার আওতাভুক্ত হবে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ-

- ২৬০০ ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের মাধ্যমে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন;
- ৬৪টি জেলা এবং ৪০০ উপজেলার মধ্যে Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) নেটওয়ার্ক বাস্তবায়ন;
- ব্যাকবোন নেটওয়ার্ক এর ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
- নেটওয়ার্ক তদারকি এবং ব্যবস্থাপনার জন্য Network Monitoring System (NMS) সিস্টেম প্রতিষ্ঠা;
- বাংলাদেশ পুলিশের ১০০০ টি অফিসের মধ্যে Virtual Private Network (VPN) সংযোগ স্থাপন;
- ICT খাতে সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
- আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিকরণ।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

ক্রমিক	বিবরণ	প্রকল্পের মোট সম্পাদিতব্য কাজের পরিমান	প্রকল্পের সম্পাদিত কাজের পরিমান	শতকরা হার
১	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয় কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে উদ্বোধনকৃত জেলাসমূহ		৬ জেলা (গোপালগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, ঝালকাঠি, ঝিনাইদহ জেলার ১৬০ ইউনিয়ন)	
২	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে উদ্বোধনের নিমিত্ত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়েছে।		১০ জেলা (নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, নেত্রকোনা, হবিগঞ্জ, চাঁদপুর, রাজশাহী, বগুড়া, পটুয়াখালী জেলার ২৭৫ ইউনিয়ন)	
৩	প্রকল্পের আওতায় যন্ত্রপাতি আমদানী		চীন থেকে সকল যন্ত্রপাতি আমদানী সম্পন্ন হয়েছে।	১০০%
৪	অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপন	১৯৫০০ কি.মি.	১৩৫০০ কি.মি.	৬৮.৮৭%
৫	ইউনিয়নে Point of Presence (PoP) স্থাপন	২৬০০ ইউনিয়ন	২১৩৩ ইউনিয়ন	৮২.০৩%
৬	ইউনিয়ন পর্যায়ে ইকুইপমেন্ট ইন্সটলেশন	২৬০০ ইউনিয়ন	১৬৩৮ ইউনিয়ন	৬৩%
৭	নেটওয়ার্ক মনিটরিং সিস্টেম ইন্সটলেশন	২৬০০ ইউনিয়ন	৫৯০ ইউনিয়ন	১৯.২৩%
	৬৩ টি জেলায় অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল এবং যন্ত্রপাতি স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে।			
	আগামী জুন ২০১৯ এর মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করা হবে।			

১০.৪. "ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্লান প্রণয়ন (Formation of the e-Government Master Plan for Digital Bangladesh)" শীর্ষক প্রকল্প:

বিবরণ	পরিমান
প্রকল্পের মেয়াদ	ফেব্রুয়ারী ২০১৬ - জুন ২০১৯
মোট প্রকল্প বরাদ্দ	২৮৫৭.১৭ লক্ষ (জিওবিঃ ৩৫৭.১৭ লক্ষ, প্রকল্প সাহায্যঃ ২৫০০.০০ লক্ষ)

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিশন:২০২১ বাস্তবায়নে সরকারকে সহযোগিতা করা;

- দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের ই-গভর্ণমেন্ট বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতা শেয়ারিং এর মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- বাংলাদেশে ই-গভর্ণমেন্ট মাস্টার প্লান বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- ৫২ মন্ত্রণালয়/বিভাগ, ৬৮টি অধিদপ্তর/সংস্থা-কে বাংলাদেশ ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার ফ্রেমওয়ার্ক এর আওতায় আনার জন্য আইসিটি রোড ম্যাপ প্রণয়ন;

প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

(ক) ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ই-গভর্ণমেন্ট মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন;
(খ) একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন;
(গ) প্রশিক্ষণ/সক্ষমতা উন্নয়ন;
(ঘ) প্রকল্পের আওতায় PIU (Porject Implementation Unit) এর জন্য জনবল নিয়োগ, মাইক্রোবাস এবং ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ;

বাস্তব অগ্রগতি

(ক) KOICA এর পরামর্শক দল কর্তৃক বিসিসি'র সহযোগিতায় ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ৪৭ টি উদ্যোগ চিহ্নিত করা হয়েছে।
(খ) বিসিসি'র সহযোগিতায় সংশ্লিষ্ট ষ্টেকহোল্ডারদের সাথে সরাসরি আলোচনা এবং একাধিক সেমিনার/ কর্মশালার মাধ্যমে চিহ্নিত উদ্যোগ গুলোর মধ্য থেকে নিম্নবর্ণিত ৫টি অগ্রগণ্য উদ্যোগ (High Priority Initiatives) চিহ্নিত করা হয়েছেঃ

- ডিজিটাল মিউনিসিপালিটি সার্ভিসেস সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট স্থানীয় সরকার বিভাগ।
- ইনভেস্টমেন্ট সিংগেল উইন্ডোঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।
- ই-কাস্টমস সিংগেল উইন্ডোঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।
- ই-ইমিগ্রেশন ইনফরমেশন সিস্টেমঃ ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট ডিপার্টমেন্ট।
- ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিকস ডেটা ওয়্যারহাউজ ও বিগ ডেটা এ্যানালাইসিসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুরো।

অগ্রগণ্য উদ্যোগ সমূহের মধ্যে থেকে "ডিজিটাল মিউনিসিপালিটি সার্ভিসেস সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট" কে পাইলট প্রকল্প বিবেচনা করে বাস্তবায়নের জন্য KOICA কর্তৃক ইতোমধ্যে ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। পাইলট প্রকল্পের আয়তায় নিম্নবর্ণিত অনলাইন সেবাসমূহ বাস্তবায়ন করা হবে।

- অনলাইন হোল্ডিং ট্যাক্স ও ওয়াটার বিলিং সার্ভিসেস।
- অনলাইন কাউন্সিলর সার্টিফিকেট সার্ভিসেস।
- অটোমেটেড প্রোপার্টি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস।
- ই-ট্রেড লাইসেন্স সার্ভিসেস।

(গ) স্থানীয় পর্যায়ে এযাবৎ ৪২-টি প্রতিষ্ঠানের ১১৬ জন কর্মকর্তাকে বিশেষায়িত ক্ষেত্রভিত্তিক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ম্যানেজারিয়াল লেভেল -এ ১৫ জন এবং ইঞ্জিনিয়ারিং লেভেলে ১৫ জন অর্থাৎ মোট ৩০ জন কর্মকর্তাকে দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে এই অর্থ বছরে এখন পর্যন্ত একটি সেমিনার ও একটি কর্মশালা এর আয়োজন করা হয়েছে যেখানে প্রায় ৩৫০ জন অংশগ্রহণকারী ছিল।

(ঘ) ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ই-গভর্ণমেন্ট মাস্টার প্ল্যান খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। ই-গভর্ণমেন্ট মাস্টার প্ল্যান প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য আইসিটি বিভাগ কর্তৃক একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়েছে এবং কমিটির সদস্যদের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।

(ঙ) প্রকল্পের আওতায় একটি পাইলট প্রজেক্ট বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। "ডিজিটাল মিউনিসিপালিটি সার্ভিসেস সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট" নামে পাইলট প্রকল্পটি ১০ টি পৌরসভায় বাস্তবায়ন করা হবে। পাইলটিং এর জন্য পৌরসভার নাম চূড়ান্ত করা হয়েছে। বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

(চ) প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের ১০ টি পৌরসভায় "ডিজিটাল মিউনিসিপালিটি সার্ভিসেস সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট" নামে পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান।

১০.৫ বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ERP শীর্ষক প্রকল্প:

প্রকল্পের মেয়াদ= জুলাই ২০১৬-জুন২০১৯ পর্যন্ত।

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:

বিবরণ	পরিমান
বাংলাদেশ সরকার	২৩৪৭.২২ (লক্ষ টাকায়)

সরকারের সকল ক্ষেত্রে একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ই-গভর্নমেন্ট ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নসহ ই-গভর্নমেন্টের জন্য সঠিক ও সহজলভ্য প্ল্যাটফরম এবং স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং পরিকল্পনা বিভাগের জন্য একটি ERP সলিউশন তৈরী; এবং ই-গভর্নমেন্ট ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্থানীয় আইসিটি ইন্ডাস্ট্রির দক্ষতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ERP শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রতিবেদণাধীন অর্থ-বছরে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি" প্রকল্পের জন্য ০৯টি মডিউল নির্ধারণ করা হয়। এই ০৯টি মডিউল যা নিম্নরূপ:

1. Human Resource Management
2. Budgeting
3. Accounts
4. Audit
5. Procurement
6. Inventory
7. Asset Management
8. Project Monitoring and Management
9. Event and Meeting Management

- উপরোক্ত ৯টি মডিউলের বিভিন্ন সাব-মডিউলের Design, Development and Deployment এর জন্য Functional Specifications এবং Technical Guidelines প্রস্তুত করা হয়েছে।
- আইসিটি বিভাগ ও পরিকল্পনা বিভাগের আওতাধীন অফিসসমূহের জন্য ফোকাল পয়েন্ট /স্টেক- হোল্ডার টীম গঠন করা হয়েছে।
- প্রকল্পের জন্য ০৫ জন ব্যক্তিগত পরামর্শক সম্পন্ন হয়েছে।
- যথাযথ প্রক্রিয়া সম্পন্নকরতঃ গত ০১ এপ্রিল ২০১৮খ্রি. তারিখে Synesis IT Ltd. and BDeCOM IT Ltd. (Joint Venture) ফার্ম নির্বাচিত করা হয়।
- নির্বাচিত ফার্ম Synesis IT Ltd. and BDeCOM IT Ltd. (Joint Venture) গত ০১ এপ্রিল ২০১৮খ্রি. হতে ইআরপি সফটওয়্যার তৈরির লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছে।
- ১৫ এপ্রিল ২০১৮ খ্রি. Inception Report দাখিল করেছে।
- ২৩ এপ্রিল ২০১৮ খ্রি. Inception Report এর উপর সকল স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।
- ২৬ এপ্রিল ২০১৮ খ্রি. ৯টি মডিউলের উপর Workflow এবং Detail Features সকল স্টেকহোল্ডারদেরকে পর্যালোচনার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
- বর্তমানে ফার্ম কর্তৃক সকল Department এর সাথে এই Workflow and Detail Features list এর GAP Analysis প্রক্রিয়া চলমান।

১০.৬ উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প (Innovation Design and Entrepreneurship Academy- iDEA):

প্রকল্পের মেয়াদ:- জুলাই ২০১৬ - জুন ২০১৯

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:-

বিবরণ	পরিমাণ (লক্ষ টাকা)
বাংলাদেশ সরকার	২২৯৭৩.৮৬
বৈদেশিক সাহায্য	০০.০০

টেকসই উদ্ভাবনী ইকোসিস্টেম তৈরি, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উদ্যোগ উন্নয়ন, মেধাসত্ত্ব সংরক্ষণ ও সংযোগকরণ, তরুণ উদ্ভাবকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, উত্তম ধারণাসমূহ চিহ্নিতকরণ, লালন ও উন্নয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি; এবং উদ্ভাবনী সামগ্রীর বাণিজ্যিকীকরণ ও ব্রান্ডিং-এর ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠকরণ (iDEA) শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

সাধারণ লক্ষ্যঃ

- বাংলাদেশে একটি উদ্ভাবন ইকোসিস্টেম এবং উদ্যোক্তা বান্ধব সংস্কৃতি তৈরি;
- উদ্ভাবন এবং উদ্যোক্তা একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ এবং ২০০ উদ্ভাবনী পণ্য উৎপাদন।

নির্দিষ্ট লক্ষ্যঃ

- একটি টেকসই উদ্ভাবন ইকোসিস্টেম তৈরি;
- প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন;

- মেধা সম্পদ সংরক্ষণ এবং সংযোগ তৈরি;
- তরুণ উদ্ভাবকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- আইডিয়া সনাক্তকরণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিকাশ এর লক্ষে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা তৈরি;
- বাংলাদেশের উদ্ভাবনী সংস্কৃতিকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান;
- উদ্ভাবনের বানিজ্যকরণ এবং ব্রান্ডিং এ সহায়তা প্রদান।

গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

১. প্রকল্পের ৮ জন পরামর্শক নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রকল্পের Project Implementation Unit এর জনবল নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে।

২. Selection Committee কর্তৃক ৪৪ টি স্টার্টআপ কে বাছাই করতঃ প্রথম কিস্তিতে ২,৭৭,০০,০০০ (দুই কোটি সাতাত্তর লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

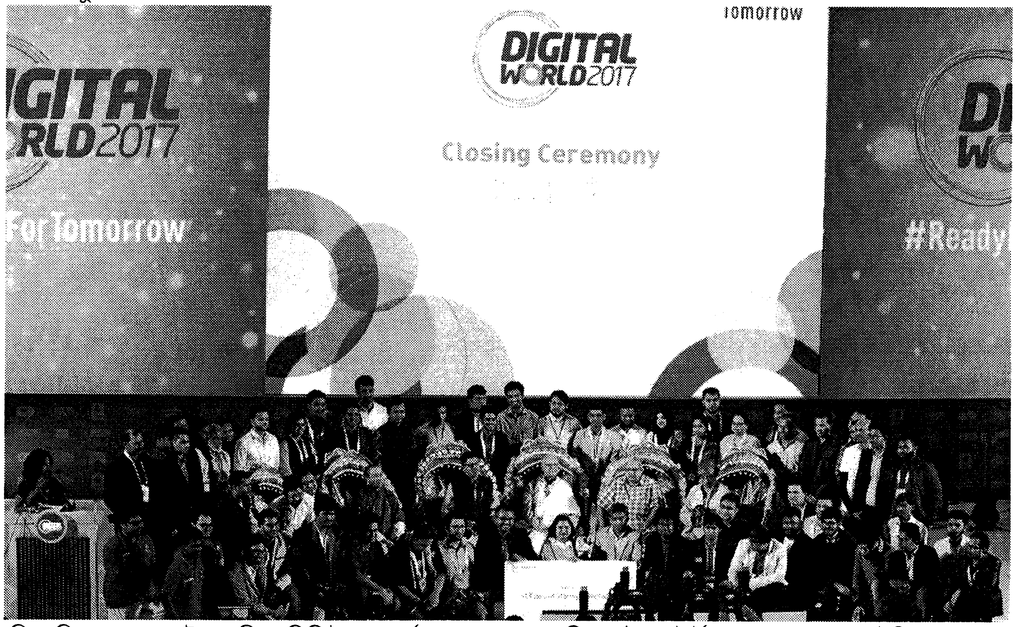

ছবি:৯ ডিসেম্বর ২০১৭ ইং তারিখে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৭ এর সমাপনি অনুষ্ঠানে স্টার্টআপ বাংলাদেশ - আইডিয়া প্রকল্প হতে প্রথম ব্যাচের ৩৬ টি নির্বাচিত স্টার্টআপের হাতে অনুদানের চেক তুলে দেয়া হয়।

৩. আইসিটি টাওয়ার এর ১৫ তলায় প্রকল্পের অফিসসহ উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৪. প্রকল্পের যানবাহন ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

৫. প্রকল্পের আওতায় অর্থায়ন বিষয়ক গাইড লাইনটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১৩.০৮.২০১৭ তারিখ অনুমোদিত হয়েছে।

৬. প্রকল্পের আওতায় নির্মানাধীন একাডেমীর সার্ভার রুম তৈরি এবং নেটওয়ার্কিং এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১০.৭. 'গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ' প্রকল্প

প্রকল্পের সময়কাল : জুলাই ২০১৬ - জুন ২০১৯

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৫৯০২.০০ লক্ষ টাকা

বিবরণ	পরিমান
জিওবি	বরাদ্দঃ ১৫৯০২.০০ লক্ষ টাকা (রাজস্ব ১০৩৩.৯৯ লক্ষ টাকা ও মূলধন ১৪৮৬৮.০১ লক্ষ টাকা)
২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বরাদ্দঃ	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে আরএডিপি বরাদ্দ: ১৩০০.০০ লক্ষ টাকা (রাজস্ব ২৭১.০০ লক্ষ টাকা, মূলধন ১০২৯.০০ লক্ষ টাকা)
বাস্তবায়ন অগ্রগতি	৩৮%, ৩০ জুন, ২০১৮ খ্রি: পর্যন্ত

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- গবেষণা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে গ্লোবাল প্ল্যাটফর্মে নেতৃস্থানীয় ভাষা হিসেবে বাংলা কম্পিউটিং প্রতিষ্ঠা করা
- আইসিটি সহায়ক বাংলা ভাষার বিভিন্ন ফিচার প্রমিতকরণ
- বাংলা কম্পিউটিং এর জন্য টুলস, টেকনোলজিস ও বিষয়বস্তু উন্নয়ন
- আইসিটি ক্ষেত্রে বাংলা সমৃদ্ধকরণ ও আধুনিকায়নের নিমিত্ত পরীক্ষা, জরিপ এবং গবেষণা পরিচালনা করা

প্রকল্পের লক্ষ্য

বাংলা ভাষার জন্য বিভিন্ন প্রযুক্তিমাধ্যমে (ওয়েব, মোবাইল, কম্পিউটার) ব্যবহারযোগ্য বিভিন্ন সফটয়্যার/টুলস/রিসোর্স উন্নয়ন করা, যাতে বাংলা ভাষা কম্পিউটারে ব্যবহার করতে কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকে। একই সঙ্গে ভ্যালুয়েবল রিসোর্স তৈরির মাধ্যমে বিশ্বে বিভিন্ন পর্যায়ে ও প্রতিষ্ঠানে (যেমন জাতিসংঘ) বাংলা ভাষার স্থান/ র‍্যাংককে আরো উন্নত ও মর্যাদাপূর্ণ করা।

কম্পোনেন্টভিত্তিক অগ্রগতিঃ

ক) ১৬টি কম্পোনেন্টের EoI প্রস্তাব মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে।

খ) ১টি কম্পোনেন্টের কার্যাদেশ দেয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।

গ) ০৫টি কম্পোনেন্টের RFP মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ঘ) ০৩ টি কম্পোনেন্টের RFP প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে

ঙ) BUET কর্তৃক প্রদত্ত ০৭ টি কম্পোনেন্টের ToR বিশেষজ্ঞ কমিটির পরামর্শ মোতাবেক সংশোধন করা হয়েছে যা বিশেষজ্ঞ কমিটির পরবর্তী সভায় চূড়ান্ত করা হবে।

চ) ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রকল্পের আওতায় ০৫টি সেমিনার সম্পন্ন হয়েছে।

ছ) প্রকল্পের অফিস সজ্জার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

জ) কনসালটেন্ট নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

ঝ) চলতি অর্থ বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত ৩,৩৯,২৫,০৫৫.৮০ টাকা ব্যয় হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ২৬.১০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৩৮%।

১০.৮. সফটওয়্যার কোয়ালিটি নিশ্চিতকরণ, পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প:

প্রকল্পের মেয়াদ= জুলাই ২০১৬-জুন২০১৯ পর্যন্ত।

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:

বিবরণ	পরিমান
বাংলাদেশ সরকার	২৫২৫.৫৫ (লক্ষ টাকায়)

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মানের Software Quality Testing and Certification সেন্টার নেই। দেশে যে সকল সফটওয়্যার উন্নয়ন অথবা ক্রয় করা হয়ে থাকে তার কোন গুণগত মান পরীক্ষার ক্ষেত্রে কোন প্রকার আন্তর্জাতিক পদ্ধতি অনুরসরণ করা হয়না। দেশে উন্নয়নকৃত অধিকতর সফটওয়্যার-এ Bug, defect, error, failure, fault, mistake, quality, risk ইত্যাদি থাকার ফলে গুণগত মান নিশ্চিত করা হচ্ছে না। সফটওয়্যার এর গুণগত ও আন্তর্জাতিক মান নির্ধারণ করার নিমিত্ত বিসিসিতে Software quality Testing and Certification সেন্টার তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য:

(i) To establish a software quality testing and certification center.

(ii) To verify and validate the software system in government offices.

(iii) To Equip the Center with the requisite software, hardware and human resources so that the Center can help Bangladesh Computer Council (BCC) to create awareness and elevate the software testing industry in Bangladesh.

(iv) To Build capacity, through the Center, of resources to support desired growth in the software testing arena. At the minimum, the Center could conduct training programs that will produce Functional Testers, Test Automation Engineers, Performance Test Engineers, Security Test Engineers, Mobile Test Engineers, Test Managers and Project and Program Managers

(v) Knowledge transfer in the area of Software Testing, Software Development Life Cycle (SDLC), Software Project Management and Agile Project Management.

বাস্তবায়ন অগ্রতি:

- বিসিসিতে সফটওয়্যার কোয়ালিটি নিশ্চিতকরণ, পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
- এ প্রকল্পের আওতায় বিসিসি'র (প্রকল্প সহ) ১৮ জন কর্মকর্তাকে Core Foundation Certified Tester , Foundation Agile Tester প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এবং ১১ জন কর্মকর্তাকে Core Advanced Test Analyst প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ইতোমধ্যে ১৫ জন কর্মকর্তা ISQTB এ Core Foundation Certified Tester সার্টিফিকেট অর্জন করেছে।
- বিসিসি'র Recruitment Examination Management System Software এর Functional (Manual) Testing, Automation Testing and Security Testing সম্পন্ন করা হয়েছে।
- e-Pension System Software এর Functional (Manual) Testing, Automation Testing, Performance Testing and Security Testing কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- Microcredit Regularity Authority (MRA) এর Microfinance Information System সফটওয়্যারের Testing কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১০.৯. "ডিজিটাল আইল্যান্ড মহেশখালী" প্রকল্প

বাস্তবায়ন কাল : জানুয়ারি, ২০১৭- ডিসেম্বর, ২০১৮
মোট প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়) : ২০৫৭.৭০ (খাত: জিওবি ৪৪৬.০০; প্রকল্প সাহায্য: ১৬১১.৭০)

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য:

(ক) উচ্চগতির ইন্টারনেরট নেটওয়ার্ক এবং তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করে দ্বীপের অধিবাসীদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন;
(খ) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তথ্য ও জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে জনসেবার মান উন্নয়ন;
(গ) তথ্যপ্রযুক্তির সমাধানের সাহায্যে মহেশখালীর সুনির্দিষ্টকৃত জনগণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য তথ্যে প্রবেশাধিকারের মাধ্যমে জ্ঞান উন্নয়ন;
(ঘ) সুনির্দিষ্টকৃত সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহণকারীগণের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে ICT ব্যবহারে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
(ঙ) শহর ও দ্বীপাঞ্চলের অধিবাসীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবধান কমিয়ে আনা;
(চ) দ্বীপের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিকূল অবস্থায় অনিয়মিত অভিবাসন হ্রাস করা।

আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (IOM) ও কোরিয়া টেলিকম (KT) এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "ডিজিটাল আইল্যান্ড মহেশখালী" প্রকল্পের ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

অবকাঠামোঃ

- মহেশখালী আইল্যান্ডের ৩টি নির্বাচিত ইউনিয়নের ২৫টি সরকারি প্রতিষ্ঠানকে হাই স্পিড ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংযুক্ত করা হয়েছে।
- মহেশখালী আইল্যান্ডের বর্তমান মাইক্রোওয়েভ টাওয়ারে নতুন যন্ত্রপাতি ইনস্টল করে GiGA মাইক্রোওয়েভ কমিউনিকেশন চালু করা হয়েছে।
- ফাংশন এবং ডিজাইন বিবেচনায় রেখে আইটি স্পেসকে সংস্কার করে একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লাব হিসেবে প্রস্তুত করা হয়েছে।
- আইটি ট্রেনিং সেন্টারটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরকে হস্তান্তর করা হয়। সমাজসেবা অধিদপ্তরে ব্যবহৃত জাতীয় কারিকুলাম অনুযায়ী আইটি ট্রেনিং সেন্টারটি ব্যবহার করে আইল্যান্ডের যুব সম্প্রদায়ের আইটি'র উপর ক্ষমতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে আইটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন।
- প্রতিদিন আনুমানিক ৩০ জন মানুষ কমিউনিটি ক্লাব এর কম্পিউটার, ইন্টারনেট, এবং ছোট আকারের সভা অনুষ্ঠানের জন্য কমিনিটি স্পেস ব্যবহার করে থাকে।
- একটি ৫০মিটার উচ্চতার self-supported নতুন টাওয়ার নির্মাণ, ২ সেট ব্যাকআপ ব্যাটারী ও ২টি রেক্টিফায়ার সংগ্রহ ও স্থাপন কাজের জন্য ১,৫০,৮০,০০০.০০ (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ আশি হাজার) টাকা বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল) কে প্রদান করা হয়েছে।

শিক্ষাঃ

- ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ম-৩য় শ্রেণী পর্যন্ত এবং ২টি মাদ্রাসায় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB) এর কারিকুলাম এবং টেক্সটবুক অনুসরণে প্রস্তুতকৃত কারিকুলামে একটি অনলাইন স্কুল সিস্টেমের মাধ্যমে ইংরেজী বিষয়ের উপর দূর প্রশিক্ষণ (Distance Learning) প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে।
- ডিসটেন্স লার্নিং প্রোগ্রাম পরিচালনার জন্য সবগুলো স্কুল ও মাদ্রাসায় Multimedia Projector ও Desktop Computer প্রদান করা হয়েছে।
- ভালোভাবে ডিসটেন্স লার্ণিং ক্লাস পরিচালনা এবং মাল্টিমিডিয়া শিক্ষণ উপকরণ ব্যবহারের বিষয়ে TOT প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মশালার মাধ্যমে ৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের স্বক্ষমতা উন্নয়ন করা হয়েছে।
- ই-শিক্ষা এবং ক্লাসে মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট ব্যবহারের সুবিধা বিয়য়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যঃ

- দূর থেকে মাতৃত্ব এবং শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য জেলা পর্যায়ের মেডিকেল অফিসারদের Mobile Ultrasound এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। Urine Tester, Mobile Ultra-sonograph, Blood Tester ইত্যাদি যন্ত্রপাতি প্রদান এবং এ সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- মহেশখালী আইল্যান্ডের ৪টি কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক এবং উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সের সরকারি স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীদের Mobile Healthcare যন্ত্রপাতির ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- মহেশখালী আইল্যান্ডের ৪টি কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিকে ১টি করে, মহেশখালী হেলথ কমপ্লেক্সে ২টি এবং কক্সবাজার সদর হসপিটালে ৩টি Mobile Ultrasound যন্ত্র দেয়া হয়েছে।
- মহেশখালী হেলথ কমপ্লেক্স ও কক্সবাজার সদর হসপিটালে ১টি করে Blood Tester দেয়া হয়েছে।
- ২৭টি কমিউনিটি ক্লিনিকে ১টি করে Urine Analyzer দেয়া হয়েছে।
- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সাথে যোগাযোগের জন্য কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও K-BOX (Telemedicine Equipment) সেটআপ করে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

তথ্যে প্রবেশাধিকারঃ

- কমিউনিটিতে যুবকদের জন্য মোটিভেশনাল সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে।
- কৃষক এবং কৃষি কর্মকর্তাদের জন্য কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। মহেশখালী কমিউনিটিতে তথ্যে প্রবেশাধিকারের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তির সাথে সংযুক্ত থাকার সুফল এর বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

বিদ্যুৎঃ

- আইল্যান্ডের বিদ্যুৎ বিভ্রাট সমস্যা সমাধানে ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আইটি স্পেস, হেলথ কমপ্লেক্স, কমিউনিটি ক্লাব ও সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার কার্যালয়ে বিকল্প বিদ্যুৎ হিসেবে সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে।

ই-কমার্সঃ

কৃষকের উৎপাদিত পণ্য, ক্ষুদ্র শিল্পের মাধ্যমে উৎপাদিত ও অন্যান্য পণ্যের যথাযথ মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য ই-কমার্স সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

১০.১০. "তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নিউরো ডেভোলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারসহ সব ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন" প্রকল্প:

প্রকল্পের মেয়াদ= জুলাই ২০১৭-জুন২০২০ পর্যন্ত।

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:

বিবরণ	পরিমান
বাংলাদেশ সরকার	২৪৮৬.৮৮ (লক্ষ টাকায়)

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য:

- নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধীসহ সব ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কন্ঠ এবং ইশারা ভাষার (Sign Language) নির্দেশনা সহ আইসিটি প্রশিক্ষণ এর জন্য বিশেষায়িত অডিও এবং ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরী;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষায়িত এবং অভিগম্য একটি জাতীয় ই-লার্নিং প্লাটফর্ম তৈরী করা, যেখানে আইসিটি প্রশিক্ষণ এর জন্য কন্ঠ এবং ইশারা ভাষা সহ অডিও-ভিডিও টিউটোরিয়াল থাকবে, চাকুরীদাত ও গ্রহীতাদের জন্য একটি জব পোর্টাল অন্তর্ভূক্ত থাকবে। প্লাটফর্মটির কিছু লিংক ব্যবহার করার জন্য একটি মোবাইল এ্যাপস তৈরী;
- বিসিসির ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানে সহায়তা করার জন্য ৭টি রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হবে। রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে ২৮০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। যার মধ্যে ১৪০জন মাষ্টার ট্রেইনার ও ২৮০জন এনডিডি ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে ।
- এছাড়াও দেশের ৭০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর অধীনে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে ২১০জন হেলথ এ্যালাইড প্রফেশনাল, ৩৫০জন কমিউনিটি ডেভোলপমেন্ট এক্সপার্ট ও ৭০০জন শিক্ষককে ডিজ্যাবিলিটি ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।
- প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ৮০ ভাগ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে আইটি এবং অন্যান্য সেক্টরে চাকুরী দেয়া এবং ফ্রিল্যান্সার হিসেবে আউটসোর্সিং কাজে প্রশিক্ষণ সহায়তা দেয়া হবে।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে আইসিটিকে জনপ্রিয় করার জন্য সারাদেশে ব্যাপকভিত্তিক প্রচার-প্রচারণার ব্যবস্থা করা হবে;

বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- প্রকল্পের প্রথম শ্রেণীর ১জন কর্মকর্তা এবং ২জন কর্মচারী ইতোমধ্যে যোগদান করেছেন;
- প্রকল্প দপ্তর এবং ৭টি রিসোর্স সেন্টারের জন্য ইতোমধ্যে কম্পিউটার ও আনুষংজিক যন্ত্রাংশ সংগ্রহ করা হয়েছে।
- ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী বিশেষায়িত সফটওয়্যার উন্নয়নের লক্ষ্যে আহবানকৃত EOI মূল্যায়নের ভিত্তিতে RFP প্রদানের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;
- বিসিসি'র ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের অধীনে জুন-২০১৮ এর মধ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে সেমিনার আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
- দেশের ৭টি বিভাগীয় শহরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রচার ও প্রচারণার জন্য ক্যাম্পেইন আয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়েছে;

১০.১১. ডিজিটাল সিলেট সিটি:

প্রকল্পের মেয়াদ= নভেম্বর ২০১৭-জুন২০১৯ পর্যন্ত।

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:

বিবরণ	পরিমান
বাংলাদেশ সরকার	৩০২০.০০ (লক্ষ টাকায়)

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য:

- তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সিলেটবাসীদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন;
- জনগণের দোর গোড়ায় সরকারি সেবাসমূহ পৌঁছে দেয়া;
- ২০(বিশ)টি সরকারি স্কুল ও মহাবিদ্যালয়ের মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপন;
- সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ১০টি ই-সেবা চালুকরণ।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থবছরের বরাদ্দ মোতাবেক একটি ফটোকপিয়ার ও দুটি প্রিন্টার ক্রয় করা হয়েছে।
- প্রকল্পের আওতায় একটি আলমিরা ও স্টেশনারী ক্রয় করা হয়েছে।
- প্রকল্পের আওতায় আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে অফিস সহায়ক নিয়োগ ও গাড়ি ভাড়া করা হয়েছে।

১১. মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষিণ:

১১.১. বিসিসি'র বিকেআইআইসিটি ইনস্টিটিউট ও ৬টি বিভাগীয় কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে এ পর্যন্ত সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন কোর্সে ৩২৭৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১১.২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রশিক্ষণ: প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সক্ষমতা উন্নয়নে এ পযর্ন্ত ৬৯১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীর মধ্যে এ পর্যন্ত ৩৮৩ জনের চাকুরীর ব্যবস্থা করা হয়েছে । প্রতিবছর ১লা জানুয়ারী আইসিটি প্রশিক্ষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিসিসি'তে চাকুরী মেলার আয়োজন করা হয়।

ছবি: ১ জানুয়ারী ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ও সেন্টার ফর সার্ভিসেস অ্যান্ড ইনফরমেশন অন ডিজঅ্যাবিলিটির (সিএসআইডি) উদ্যোগে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকরি মেলা-২০১৮ আয়োজন করা হয় ।

১১.৩. Leveraging ICT: এ প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ১০,৫৮৫ (দশ হাজার পাঁচশ পঁচাশি) জনের Top-Up-IT Training সম্পন্ন করা হয়েছে যার মধ্যে ৩,৮৩১ (তিন হাজার আটশ একত্রিশ) জন চাকুরি পেয়েছেন, ২০,৩৬৯ (বিশ হাজার তিনশ উনসত্তর) জনের Foudation Training সম্পন্ন করা হয়েছে যার মধ্যে ২,৪০৫ (দুই হাজার চারশ পাঁচ) জন চাকুরি পেয়েছেন এবং ৯৭৬ (নয়শ ছিয়াত্তর) জনের Fast Track Future Leader প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ৮৮৬ (আটশ ছিয়াশি) জনকে চাকরিতে নিযুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ সর্বমোট ৩১,৯৩০ (একত্রিশ হাজার নয়শ ত্রিশ) জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৭,১২২ (সাত হাজার একশ বাইশ) জনকে চাকরিতে নিযুক্ত করা হয়েছে। আইটি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যম স্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের নিমিত্ত আইবিএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইটি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যম স্তরের ৩৫৮ (তিনশ আটান্ন) জন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে এবং তৃতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১১.৪. Bangladesh IT-engineers Examination Center (BD-ITEC): বাংলাদেশে ITEE পরীক্ষা নিয়মিতভাবে পরিচালনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে Bangladesh IT-engineers Examination Center (BD-ITEC) স্থাপন করা হয়েছে। জাপানের সহায়তায় IT Engineers Examination (ITEE) পরিচালনা করা হয়। IT Engineers Examination (ITEE) পরীক্ষার জন্য ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ১৪২৫ জন রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে, ৭৯৫ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং ৯৯ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

১১.৫. ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ আয়োজন: বিসিসিতে আইসিটি বিভাগ, বিসিসি, আইসিটি অধিদপ্তর, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ ও সিসিএ হতে মোট ৪৩জন কর্মকর্তাদেরকে নিয়ে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির উপর প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। বিসিসি'র ২২জন কর্মকর্তাদের নিয়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। বিসিসি'র ২০জন কর্মকর্তাকে Fundamental Training on public Procurement Rules এর উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

১২. পরামর্শ সেবা:

দেশের সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাসমূহের কার্যপদ্ধতি আরো উন্নত ও গতিশীল করতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার অত্যন্ত সহায়ক। বিগত কয়েক বছরে সরকারি পর্যায়ে কম্পিউটারায়ন কার্যক্রমে গতি সঞ্চারের জন্য এ পদক্ষেপ অত্যন্ত সময়োপযোগী। সরকারি বিভাগ ও সংস্থসমূহে এ কার্যক্রমকে সফল করে তোলার জন্য বিশেষজ্ঞ এবং তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দক্ষ জনবলের ঘাটতি রয়েছে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কম্পিউটারায়ন বিষয়ে এ সকল বিভাগ ও সংস্থাকে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের পরামর্শ ও সেবা দিয়ে থাকে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সংসদ সচিবালয়, ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সরকারি অফিস/সংস্থা সহ ৯০টি প্রতিষ্ঠানকে বিসিসি এরূপ পরামর্শ ও সেবা প্রদান করে।

১৩. ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন ও উন্নয়ন কার্যক্রম:

- জাতীয় তথ্য সম্ভারকে তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক করার জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে সরকারি ভাবে স্থাপিত জাতীয় ডাটা সেন্টার (Tier-3) কে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৪৮১টি ডোমেইন এ সর্বমোট ৫৬২৭৯টি ওয়েব মেইল ইমেইল একাউন্ট খোলা হয়েছে এবং ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) এরও বেশী সরকারি ওয়েব সাইট ও ২৬০টি Application হোস্টিং করা হয়েছে। এছাড়াও ডেটা সেন্টার হতে Virtual Private server ৩৯৬টি, File Server ৫টি, Managed Service ১০৭টি, Collocation Service ১৬টি এবং নেটওয়ার্ক সার্ভিস: ১৮,০৫৯টি সেবা প্রদান করা হয়েছে। বিসিসি'র ডেটা সেন্টার হতে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ১৬৯টি ভিডিও কনফারেন্সিং সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও এতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ই-ভ্যাট, ই-ট্যাক্স ইত্যাদি সিস্টেম, National Portal Framework (NPF), জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন তথ্য, অর্থ বিভাগের অনলাইন বেতন ও পেনশন নির্ধারণী সিস্টেম প্রভৃতি হোস্টিং করা হয়েছে। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের জাতীয় পরিচয়পত্র ও ভোটার তালিকার তথ্য ভান্ডার ই-সেবা সংক্রান্ত কার্যক্রম এই ডেটা সেন্টার হতে পরিচালিত হচ্ছে। ন্যাশনাল ই-সার্ভিস হোস্টিং সার্ভিস সহ নানাবিধ সেবা ডেটা সেন্টার হতে প্রদান করা হচ্ছে।
- নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনার জন্য বিসিসি'তে Network Operation Centre স্থাপন করা হয়েছে। জাতীয় ই-গভর্নমেন্ট নেটওয়ার্ক কেন্দ্রিয় মনিটরিং সিস্টেমের আওতায় ১৮১৩০টি দপ্তরের মধ্যে ১৬৩৮৮টি সরকারি অফিস এবং ৮৮৮টি ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম বিসিসি'র Network Operation Centre মনিটরিং এর আওতায় আনা হয়েছে।

১৪. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ:

টাইপ	মন্ত্রণালয়ের নাম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	প্রজেক্ট স্ট্যাটাস
নির্দেশনা	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	১। আইসিটি বিভাগের কার্যক্রম আরো গতিশীল করতে হবে। চলমান প্রকল্পসমূহ যথাসময়ে সমাপ্ত করতে হবে।	১৫.০৩.২০১৫	আইসিটি বিভাগের কার্যক্রম আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে বিসিসি'র চলমান প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। প্রকল্পসমূহ: ১। লিভারেজিং-আইসিটি-প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি: আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত ৮৪% ২। ফোর টায়ার ডাটা সেন্টার প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি: আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত ৯৪% ৩। ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্লান প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি: আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত ৫৬.০০% ৪। উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি: আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত ১৯% ৫। বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি: আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত ৬৩.০০% ৬। গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি: আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত ৩.৬২% ৭। ডিজিটাল আইল্যান্ড মহেশখালী প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি: আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত ৯৪% ৮। তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারসহ সব ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি: আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত ৮.২২%	প্রকল্প বাস্তবায়নের গড় অগ্রগতি ৫৫%

টাইপ	মন্ত্রণালয়ের নাম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	প্রজেক্ট স্ট্যাটাস
				৯। ডিজিটাল সিলেট সিটি বাস্তবায়ন অগ্রগতি: আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত ২% ১০। সফ্টওয়্যার কোয়ালিটি পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি: আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত ৯৩% ১১। ইনফো- সরকার (ফেজ-৩) প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি: আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত ৮৫%	
নির্দেশনা	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	৩। আইসিটিকে দেশের সাধারণ মানুষের কল্যাণে কাজে লাগিয়ে ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ (ভিশন ২০২১) গড়ার অন্যতম টুল হিসাবে ব্যবহার করতে হবে।	১৫.০৩.২০১৫	আইসিটিকে দেশের সাধারণ মানুষের কল্যাণে কাজে লাগিয়ে ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ (ভিশন ২০২১) গড়ার অন্যতম টুল হিসাবে ব্যবহার করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে: ১) ৬৪টি জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক জেলা ই-সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ কেন্দ্র হতে জনসাধারণকে প্রয়োজনীয় অনলাইন সেবা প্রদান করা হচ্ছে যা জেলা ই-সেবা নামে পরিচিত। ২। আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি সেবা গ্রহণের সুযোগ অবারিত করার লক্ষ্যে দেশের ১৪৭টি উপজেলায় ই- সেন্টার এবং বিদ্যুৎ বিহীন ১০১৩টি ইউনিয়নে সৌরশক্তি চালিত ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। ৩) বর্তমান সরকারের "ডিজিটাল বাংলাদেশ" গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে কৃষি তথ্য সার্ভিস এর মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে আইসিটিভিত্তিক তথ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২৫৪টি এগ্রিকালচারাল ইনফরমেশন সেন্টার এবং উন্নত মানের চিকিৎসা সেবা গ্রহণের জন্য ২৫টি টেলিমেডিসিন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। ৪) ই-গভর্নেন্স কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইন্টারঅপারেবিলিটি সমস্যা দূরীকরণ ও প্রক্রিয়া সহজসাধ্য করার জন্য বিসিসি National Enterprise Architecture (NEA) এর অবকাঠামো ব্যবহার করে পাইলট কার্যক্রম হিসেবে খাদ্য অধিদপ্তরের 'খাদ্য শস্য ক্রয়' এবং শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় 'বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের পেনশন প্রক্রিয়াকরণ' সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। NEA-এর Service Bus ব্যবহার করে সরকারি কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণ সিস্টেম চালু করা হয়েছে। ৫) বর্তমান সরকারের "ডিজিটাল বাংলাদেশ" গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে কৃষি তথ্য সার্ভিস এর মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্র আইসিটিভিত্তিক তথ্যসেবা কাযক্রম পরিচালনার জন্য ২৫৪ টি এগ্রিকালচারাল ইনফরমেশন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। ৬) রোগীদের যাতায়াতের কষ্ট লাঘবসহ আর্থিক সাশ্রয় হয় এবং উন্নত মানের চিকিৎসা সেবা গ্রহণের জন্য ২৫ টি টেলিমেডিসিন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। ৭) বঙ্গোপসাগর কূলের দ্বীপ মহেশখালীতে ডিজিটাল নেটওয়ার্কের আওতায় এনে দ্বীপ বসবাসকারী অধিবাসীদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন; শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তথ্য ও জলবায়ু পরিবর্তনে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে জনসেবার মান উন্নয়ন; শহর ও দ্বীপাঞ্চলের অধিবাসীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবধান কমিয়ে আনা; দ্বীপের অধিবাসীদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিকূল অবস্থায় অনিয়মিত অভিবাসন হ্রাস করার লক্ষ্যে "ডিজিটাল আইল্যান্ড মহেশখালী" প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে । ইতোমধ্যে মহেশখালী দ্বীপের ৩টি নির্বাচিত ইউনিয়নের ২৫টি সরকারি প্রতিষ্ঠানকে হাই স্পিড ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংযুক্ত, একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লাব এবং বিদ্যুৎ বিভ্রাট সমস্যা সমাধানে ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আইটি স্পেস, হেলথ কমপ্লেক্স, কমিউনিটি ক্লাব ও সোসাল ওয়েলফেয়ার কার্যালয়ে বিকল্প বিদ্যুৎ হিসেবে সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে। ৮) উপজেলা হতে ২৬০০টি ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবারের সংযোগ ও প্রতিটি ইউনিয়নে ১টি করে POP (Point of presence) স্থাপন, লিজড লাইনের মাধ্যমে ১০০০টি পুলিশ অফিস সংযোগসহ পৃথক VPN স্থাপন করার লক্ষ্যে ইনফো-সরকার ফেজ-৩ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত
নির্দেশনা	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	৪। সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ে দেশের সকল উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহে ফাইবার	১৫.০৩.২০১৫	ইতোমধ্যে সারাদেশে ১৮৪৩৪টি সরকারি দপ্তরে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। ইনফো-সরকার ফেজ-৩, প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ২৬০০টি ইউনিয়নকে ফাইবার অপটিক ক্যাবল সংযোগের মাধ্যমে নেটওয়ার্কের আওতায় আনায়নের এবং লিজড লাইনের মাধ্যমে ১০০০ পুলিশ অফিস	বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৮০%

টাইপ	মন্ত্রণালয়ের নাম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	প্রজেক্ট স্ট্যাটাস
		অপটিক ক্যাবলের মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করতে হবে। একই সাথে তথ্য প্রযুক্তি ও ইন্টারনেট সুবিধা দেশের সকল মানুষের দ্বারপ্রান্তে পৌছে দিতে হবে।		সংযোগসহ পৃথক VPN স্থাপনের জন্য কাজ চলছে যা আগামী জুন ২০১৮ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে। এ ছাড়াও ৭৭২টি দুর্গম ইউনিয়নকে নেটওয়ার্কের আওতায় আনায়নের জন্য 'কানেক্টেড বাংলাদেশ' নামে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।	
নির্দেশনা	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	২০। সকল ইউনিয়ন পরিষদকে অপটিক্যাল ফাইবার কেবল নেটওয়ার্কের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন দ্রুত শেষ করতে হবে।	১৫.০৩.২০১৫	ইতোমধ্যে ৯৮২ টি ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জুন, ২০১৯ এর মধ্যে ২৬০০ ইউনিয়নে সংযোগের কার্যক্রম সম্পন্ন হবে।	বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৮৫%
নির্দেশনা	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	৯। আউট সোর্সিং এ দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে লক্ষ লক্ষ বেকার শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর উপার্জনের সুযোগ করে দিতে হবে। সে ক্ষেত্রে লার্নিং আর্নিং, এলআইসিটি এবং বাড়ি বসে বড়লোক ইত্যাদি ধরণের প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। গার্মেন্টস সেক্টরের পাশাপাশি সফটওয়্যার রপ্তানির উদ্যোগ নিতে হবে।	১৫.০৩.২০১৫	দেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের বিকাশের জন্য "Leveraging ICT for growth, Employment and Governance" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশের তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক শিল্পের জন্য ৩১,৯৩০ (একত্রিশ হাজার নয়শ ত্রিশ) দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে । এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সারা দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়/ কলেজ/ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ৩১,৯৩০ (একত্রিশ হাজার নয়শ ত্রিশ) জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে তন্মধ্যে ৩,৮১৯ জন প্রশিক্ষণার্থীকে চাকরি প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৩২টি আইটি কোম্পানির সাথে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে।	বাস্তবায়িত
নির্দেশনা	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	১৪। দেশের নতুন প্রজন্মকে প্রযুক্তি নির্ভর, আরো বেশী সৃজনশীল, দেশপ্রেমিক এবং পরিশ্রমী করে গড়ে তুলতে হবে।	১৫.০৩.২০১৫	দেশের নতুন প্রজন্মকে প্রযুক্তি নির্ভর, আরো বেশী সৃজনশীল, দেশপ্রেমিক এবং পরিশ্রমী করে গড়ে তুলতে বিসিসি তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক সেমিনার, কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম, চাকুরী মেলা, ডিজিটাল মেলা ইত্যাদি আয়োজন করে থাকে।	বাস্তবায়িত
নির্দেশনা	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	৭। চাকুরী প্রার্থীদের জন্য ই-এমপ্লয়মেন্ট, সরকারি ক্রয়ের জন্য ই-প্রকিউরমেন্ট, হজ্ব যাত্রীদের জন্য ই-রেজিস্ট্রেশন, ট্রেনের জন্য ই-টিকেটিং, আর্থিক লেনদেনের জন্য ই-পেমেন্ট, সরকারি অফিস ব্যবস্থাপনায় ই-গভর্নেন্স, ব্যবসা বাণিজ্যে ই-কমার্স ব্যবস্থাকে আরো বেশী কার্যকর রূপদান করতে হবে।	১৫.০৩.২০১৫	বিসিসি চাকুরী প্রার্থীদের জন্য ই-এমপ্লয়মেন্ট, সরকারি অফিস ব্যবস্থাপনায় ই-গভর্নেন্স ও সরকারি ক্রয়ের জন্য ই-প্রকিউরমেন্ট বিষয়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে এবং হজ্ব যাত্রীদের জন্য ই-রেজিস্ট্রেশন, ট্রেনের জন্য ই-টিকেটিং, আর্থিক লেনদেনের জন্য ই-পেমেন্ট, ব্যবসা বাণিজ্যে ই-কমার্স ব্যবস্থাকে আরো বেশী কার্যকর রূপদান করতে অন্যান্য সরকারি সকল অফিসে কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে।	বাস্তবায়িত

১৫. পরিকল্পনাধীন উন্নয়ন প্রকল্প:

- দুর্গম এলাকায় তথ্য প্রযুক্তি নেটওয়ার্ক স্থাপন (কানেক্টেড বাংলাদেশ) Establishment of ICT Network to Remote Areas (Connected Bangladesh) প্রকল্প;
- প্রযুক্তি ল্যাব ও সফটওয়ার ফিনিশং স্কুল স্থাপনের মাধ্যমে বিসিসি'র আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (Establishment of Technology Lab & Software finishing school through strengthening the regional Offices of BCC);
- তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের নগর এবং গ্রামের জীবন-যাত্রার আধুনিকীকরণ (Modernization of Rural and Urban lives Through ICT);
- ইন্টিগ্রেটেড ই-গভর্ণমেন্ট প্রকল্প (Integrated e-Government);
- জাতীয় তথ্য নিরাপত্তা কেন্দ্র ও ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন প্রকল্প (Establishment of National Information Security Centre & Digital Forensic Lab);
- জাতীয় সাইবার সিকিউরিটি এজেন্সী স্থাপন প্রকল্প (Establishment of National Cyber Security Agency) ;
- আইসিটি সেক্টর ডেভেলপমেন্ট ইউটিলাইজিং আইটি ইঞ্জিনিয়ার্স এক্সামিনেশন প্রকল্প (ICT Sector Development Utilizing IT Engineers Examination)।

১৬. ই-ফাইলিং বাস্তবায়ন: বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে সদর দপ্তরসহ ৬টি বিভাগের আঞ্চলিক কেন্দ্রের দৈনন্দিন দাপ্তরিক সকল কার্যক্রম ই-ফাইলিং সিস্টেমের মাধ্যমে সম্পাদন করা হচ্ছে।

১৭. ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে আয়োজিত বিভিন্ন ইভেন্ট ও প্রতিযোগিতা :

- **ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৭**: ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৭ সফলভাবে সমাপ্ত হয়ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এ প্রোগ্রামটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক দেশের সর্ববৃহৎ আন্তর্জাতিক কনফারেন্স। এ প্রোগ্রামে সেমিনার, আইটি ক্যারিয়ার মেলা, সফটওয়্যার শোকেসিং, ই-গভর্নেন্স এক্সপো, মোবাইল ইনোভেশন এক্সপো, ই-কমার্স, গেমিং, ইনোভেশন এন্ড রোবটিক, ইন্টারন্যাশনাল এবং মেড ইন বাংলাদেশ জোন অন্তর্ভুক্ত ছিল । এ কনফারেন্সে অন্তর্ভুক্ত ৪৭টি সেমিনার/কর্মশালায় ৭৫ জন বিদেশী ও ২১৪ জন দেশী বক্তা অংশগ্রহণ করেন । ৩৪১ টি স্টল ও প্যাভিলিয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন পন্য ও সেবা প্রদর্শন করা হয়। মিনিস্টারিয়েল কনফারেন্স এ মোট ৬ টি দেশ (Bhutan, Cambodia, Congo, Maldives, Saudi Arabia, Philippines) অংশগ্রহন করেন। এবারের মেলায় ৫,০০০০০ (পাচঁ লক্ষ) এর অধিক দশনার্থী মেলা পরিদশর্ন করেন;

ছবি : ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৭ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ।

ছবি: মিনিস্টারিয়াল কনফারেন্সে ডিজিটাল ওর্য়াল্ড ২০১৭।

- **চাকুরি মেলার আয়োজন:** ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে ২টি চাকরি মেলা আয়োজন করা হয়েছে। এ সকল মেলায় ২৬,০০০ (ছাব্বিশ হাজার)-এর অধিক চাকরিপ্রার্থী অংশ অংশগ্রহণ করে। মেলায় অংশগ্রহণকারী কোম্পানীসমূহ কর্তৃক চলতি অর্থবছরে ২০০২ (দুই হাজার দুই) জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে ৩২৪ (তিনশ চব্বিশ) জনকে চূড়ান্তভাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- **তরুণ-তরুণীদের জন্য মার্কেটিং ও আউটরিচ কর্মসূচী:** ২ টি আইসিটি ক্যারিয়ার ক্যাম্প (নাটোর এবং সিলেট) আয়োজন করা হয়েছে। অন্যান্য প্রচারণামূলক কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
- **জাপান আইটি উইক ২০১৮:** ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রী জনাব মোস্তফা জব্বারের নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল জাপানের টোকিওর বিগ সাইটে সর্ববৃহৎ আইটি মেলা জাপান আইটি উইকে ২০১৮ অংশ নিয়েছেন। মেলায় বিভিন্ন দেশের তথ্য প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের স্টল ও বুথের পাশাপাশি বিসিসি সহ বাংলাদেশের ১৬ টি আইটি প্রতিষ্ঠান তাঁদের তথ্য-প্রযুক্তি ও সেবা প্রদর্শন করছেন। মেলাটি জাপান-বাংলাদেশ আইটি সম্পর্ক গভীর করতে সহযোগিতা করার পাশাপাশি বাংলাদেশে জাপানি কোম্পানির ব্যবসা সম্প্রসারণ, নতুন বাজার সৃষ্টি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এমনকি প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশে বিনিয়োগে উৎসাহ যোগাতে তাৎপর্যপূর্ণ ভুমিকা রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

ছবি: জাপান আইটি উইকে ২০১৮ বাংলাদেশের স্টলে বিসিসি'র নির্বাহী পরিচালক পার্থপ্রতিম দেব সহ অন্যান্য উর্ধতন কর্মকর্তা।

- **বিসিসি'র কর্তৃক সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন:** বিসিসি চলমান প্রকল্প সমূহ, ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড এবং বিসিসি'র বিভাগীয় কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ১২০টি সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করে যেখানে ৯,১৬৫ জন সরকারি/বেসরকারি পর্যায়ের ব্যক্তির অংশগ্রহণ;
- **যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় আইটি প্রতিযোগিতা ২০১৮ :** অমিত সম্ভাবনার অধিকারী দেশের যুব প্রতিবন্ধীদের মধ্যে আইসিটি চর্চা উৎসাহিত করতে ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল গত ২১ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় আইসিটি প্রতিযোগিতা আয়োজন করে। সারাদেশে থেকে আগত মোট ৬০ জন প্রতিযোগী ৪টি ক্যাটাগরিতে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। প্রতিযোগিতায় চারটি ক্যাটাগরীর প্রত্যেকটি হতে সেরা ৩ জন করে সেরা ১২ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। প্রত্যেক ক্যাটাগরির সেরা তিনজনকে পুরষ্কার হিসেবে ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট, পাটের তৈরী সামগ্রী এবং স্মার্টফোন প্রদান করা হয়।

ছবি: ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় আইটি প্রতিযোগিতা ২০১৮ এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

- **উইমেন আইসিটি ফ্রন্টিয়ার ইনিশিয়েটিভের (ওয়াইফাই) বাংলাদেশ পর্বের উদ্বোধন:** টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে সাহায্য করবে আইসিটি। এই লক্ষ্য নিয়ে গত ৫জুলাই ২০১৭খ্রিঃ তারিখ রাজধানীর একটি হোটেলে উইমেন আইসিটি ফ্রন্টিয়ার ইনিশিয়েটিভের (ওয়াইফাই) বাংলাদেশ পর্বের উদ্বোধন করেন জাতীয় সংসদের স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী।ওয়াইফাই কর্মসূচি যৌথভাবে বাস্তবায়ন করবে সরকারের আইসিটি বিভাগ এবং জাতিসংঘের ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কমিশন ফর এশিয়া অ্যান্ড দ্য প্যাসিফিকের ইউএন এশিয়ান অ্যান্ড প্যাসিফিক ট্রেনিং সেন্টার ফর আইসিটি ফর ডেভেলপমেন্ট (ইউএন-এপিসিআইসিটি)। এই কার্যক্রমের আওতায় আগামী তিন বছরের মধ্যে ৩০ হাজার নারী উদ্যোক্তাকে আইসিটিতে প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা হবে। তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ, ইউএন-এপিসিআইসিটির পরিচালক হিউন-সুক রি এবং আইসিটি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব সুবীর কিশোর চৌধুরী। ওয়াইফাই কর্মসূচিতে সহযোগিতা করেছে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি), আইসিটি অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব আইসিটি ইন ডেভেলপমেন্ট (বিআইআইডি) এবং বাংলাদেশ উইমেন ইন টেকনোলজি (বিডব্লিউআইটি)।

ছবি:ওয়াইফাই বাংলাদেশ পর্বের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করছেন স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী।

- গত ১৫/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এবং Fiber@Home এর যৌথ উদ্যোগে "New Technologies and Information Security" বিষয়ক সেমিনার বিসিসি'র অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রনালয়ে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার। উল্লিখিত সেমিনারে মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন DR.Jong-Uk Choi, Chief Executive Officer

MarkAny Inc. Seoul, Korea. এছাড়াও বিসিসি এবং Fiber@Home এর সিনিয়র কর্মকর্তাবৃন্দ সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।

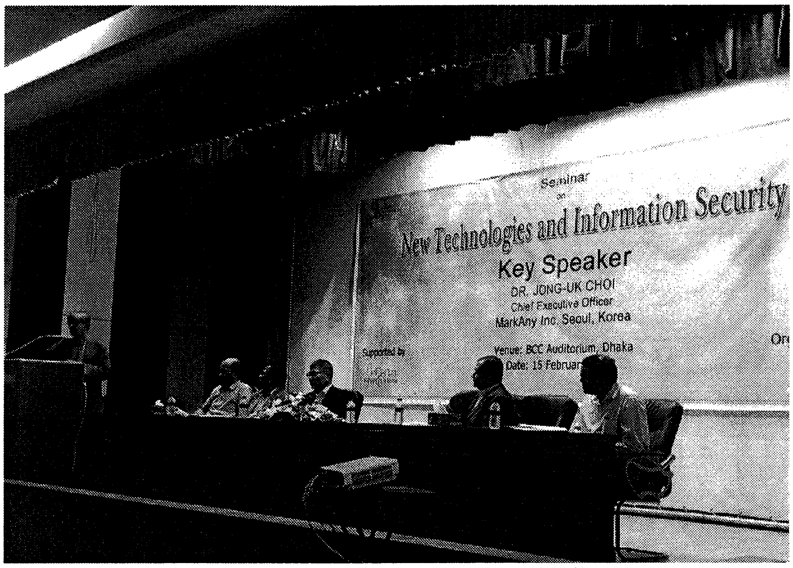

ছবি: গত ১৫/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ বিসিসি'র অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত "New Technologies and Information Security" বিষয়ক সেমিনার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রনালয়ে মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

- **<u>'ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ই-গভর্নমেন্ট মাষ্টারপ্ল্যান' শীর্ষক দিনব্যাপী সেমিনারআয়োজন :</u>** আইসিটি বিভাগের মেগা ইভেন্ট "ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড-২০১৭"-তে বঙ্গাবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের উইন্ডি টাউন হলে "ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ই-গভর্ণমেন্ট মাস্টার প্ল্যান" শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি এবং দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত ও কোয়েকার Contry Director ।

ছবি: "ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ই-গভর্ণমেন্ট মাস্টার প্ল্যান" শীর্ষক সেমিনার প্রধান অতিথি মাননীয় আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি এবং দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত ও কোয়েকার Contry Director ।

১৮. পুরস্কার/সম্মনা এবং অন্যান্য প্রাসংগিক তথ্যাদি:

- কারিগরি ক্যাটাগরিতে প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদশে কম্পউটার কাউন্সিল জনপ্রশাসন পদক ২০১৭ পুরস্কার লাভ করে। রূপকল্প-২০২১ এর অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে ই-গর্ভনেন্স বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখার কারণে বিসিসিকে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। এটি একটি অসামাণ্য অর্জন। এছাড়াও Asian-Oceanian Computer Industry Organization (ASOCIO) এর পক্ষ থেকে বিসিসি কে 'ICT Education Award' ২০১৭ এবং ইনক্লুসিভ ডিজিটাল অপরচুনিটি ক্যাটাগরিতে ইনফো-সরকার প্রকল্পকে ই-এশিয়া ২০১৭ পুরস্কার দেয়া হয়।

ছবি: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট হতে জনপ্রশাসন পদক ২০১৭ পুরস্কার গ্রহণ করনে বিসিসি'র সাবেক নির্বাহী পরচিালক জনাব স্বপন কুমার সরকার।

ছবি: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট Asian-Oceanian Computer Industry Organization (ASOCIO) এর পক্ষ থেকে বিসিসি কে 'ICT Education Award' ২০১৭ এবং ইনক্লুসিভ ডিজিটাল অপরচুনিটি ক্যাটাগরিতে ইনফো-সরকার প্রকল্পকে ই-এশিয়া ২০১৭ পুরস্কার তুলে দেন মাননীয় আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক এমপি ।

- এক জায়গা থেকে সরকারি সব তথ্য ও সেবা পেতে বাংলাদেশ ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার (বিএনইএ) শীর্ষক প্ল্যাটফর্ম উদ্ভাবন করেছে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)। নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে 'ওপেন গ্রুপ প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড' অর্জন করেছে বিসিসি। ২২ ফেব্রুয়ারি ভারতের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রী বিসিসির প্রতিনিধির কাছে পুরস্কারটি হস্তান্তর করেছেন। সরকারের এলআইসিটি প্রকল্প ও যুক্তরাজ্যভিত্তিক আর্নস্ট অ্যান্ড ইয়ংয়ের সহযোগিতায় এ প্ল্যাটফর্মটি উদ্ভাবন করা হয়।

ছবি: বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (বিএনডিএ) শীর্ষক প্লাটফর্ম উদ্ভাবনের জন্য ওপেন গ্রুপ এর ব্যাঙ্গালোরের লিলা প্যালেসে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রী রবি শঙ্কর প্রসাদ বিসিসির এলআইসিটি প্রকল্প পরিচালক মো. রেজাউল করিমের হাতে উদ্ভাবন ও উৎকর্ষ ক্যাটাগরিতে 'ওপেন গ্রুপ প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড ২০১৮'পুরস্কার তুলে দেন।

চা/